দৈনিক বাংলা

তারিখ ...03 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৪

২৫

প্রাইমারী স্কুলে ৪ হাজার শিক্ষক পদে ৪ লক্ষ প্রার্থী ঃ ৫০ হাজার গ্র্যাজুয়েট

সুনীল ব্যানার্জি ঃ পদের সংখ্যা মাত্র ৪ হাজার। এই পদের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে প্রায় ৪ লাখ। প্রার্থীদের অনেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার হাজার সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন চাওয়া হয়েছিল। আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল গত ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ। বিভিন্ন জেলায় আবেদনপত্র বাছাই শুরু হয়েছে। বাছাইতে প্রাথমিকভাবে উপরোক্ত তথ্য জানা গেছে। প্রাথমিক বাছাইতে দেখা যায়, দেশের ৩০টি জেলায় প্রায় পৌনে দু'লাখ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ৩১টি জেলায় জমাকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা দু'লাখের বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি স্বায়ত্তশাসিত জেলায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলে লোক নেয়ার নিয়ম স্থানীয় প্রশাসনের। কাজেই উক্ত জেলাগুলো বাদে বাকি সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে থাকে।

সরকারী প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ছেলেদের কমপক্ষে এইচএসসি পাস এবং মেয়েদের এসএসসি পাস নিম্নতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অনেক গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ৫০ হাজারেও বেশী গ্র্যাজুয়েট রয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

খবর নিয়ে জানা গেছে যে উল্লিখিত পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাছাই শুরু হয়েছে। বাছাই সম্পন্ন হলে ফেব্রুয়ারীতে ইন্টারভিউ কার্ড ছাড়া হতে পারে। ইন্টারভিউ মার্চ মাসে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এসবই নির্ভর করছে প্রাথমিক শিক্ষা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রাইমারী স্কুলে ৪ হাজার

অধিদফতরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্তের ওপর। কমিটির কর্মকর্তারা একত্রে বসে কোন মাসে, কোন তারিখে, কিভাবে এবং কোথায় কোথায় পরীক্ষা নেয়া হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশে সাড়ে ৩৭ হাজারের বেশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এদের মধ্য থেকে যারা অবসর নিয়েছেন বা মৃত্যুর জন্য যেসব পদ শূন্য হয়েছে সেসব পদে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।